দ্য ল্যানসেট ও ফিনান্সিয়াল টাইমস কমিশন-এর প্রতিবেদন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার ভবিষ্যৎ ২০৩০: ডিজিটাল দুনিয়ায় বেড়ে ওঠা

সার-সংক্ষেপ

কোভিড-১৯ অতিমারির স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব থেকে শুরু করে জলবায়ু পরিবর্তন যে স্বাস্থ্য নিরাপত্তাহীনতা বয়ে আনছে তার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক, সামাজিক, কারিগরি ও পরিবেশগত পরিবর্তন ত্বরান্বিত করার এই যুগে স্বাস্থ্যব্যবস্থার ভবিষ্যৎ উন্মোচিত হচ্ছে। এমন ভাঙ্গনের গতিশীলতার নানা দিক উপলব্ধি করার—ও ভবিষ্যতে কোনদিকে যাবে তা গড়ে দেওয়ার—কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ডিজিটাল রূপান্তর, যাকে আমরা স্বাস্থ্যসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে ডিজিটাল প্রযুক্তি ও প্ল্যাটফর্মের সমন্বিতকরণের বহুমুখী প্রক্রিয়া হিসাবে সংজ্ঞায়িত করি। ডিজিটাল প্রযুক্তির ইন্টারফেস ও স্বাস্থ্যের বর্তমান চিকিৎসাগত প্রমাণ-ভিত্তির [এভিডেন্স বেস] মধ্যে বড় ফাঁক রয়ে যাওয়ার কারণে স্বাস্থ্যের ব্যবস্থাপনায় সতর্ক, অভিলক্ষ্য-ভিত্তিক এবং মূল্যবোধ-ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

স্বাস্থ্যের নতুন নির্ধারক হিসেবে ডিজিটাল রূপান্তর

বৃহত্তর রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যেই ডিজিটাল রূপান্তর প্রোথিত ও ক্রিয়াশীল হয়। ডেটা এক্সট্র্যাকশন, ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন, এবং ভুল তথ্য ও মিথ্যা তথ্যের ভাইরাল বিস্তারের উপর ভিত্তি করে তৈরি ব্যবসায়িক মডেল এখন ডিজিটাল রূপান্তরের বর্তমান পর্যায়ের যুগচিহ্ন হয়ে গেছে। বেসরকারি ও সরকারি উভয় পক্ষের জন্য, ডিজিটাল উপকরণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে অনুপ্রবেশের অভূতপূর্ব সুযোগও তৈরি করেছে, এবং বহু দেশে তা নজরদারি ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে। ডিজিটাল রূপান্তরের এই বৃহত্তর প্রক্রিয়ার মধ্যে, স্বাস্থ্য তথ্যের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা এবং স্বাস্থ্যসেবা খাতে ডিজিটাল সমাধানের ক্রমবর্ধমান চাহিদার কারণে স্বাস্থ্য খাত দ্রুত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হয়ে উঠছে। কোভিড-১৯ অতিমারির কারণে এই দুটো ক্ষেত্রই আরো গতি পেয়েছে।

ডিজিটাল রূপান্তর স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যসেবার নানা ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী বিপুল সুযোগ-সুবিধা নিয়ে আসার আবার একইসাথে উল্লেখযোগ্য বিঘ্ন তৈরি করার সম্ভাবনা রয়েছে—প্রকৃতপক্ষে, ডিজিটাল রূপান্তরের প্রভাব এত বিস্তৃত হয়েছে যে এটি শীঘ্রই সুস্বাস্থ্য ও ভালো থাকার বিষয়টি বোঝা ও এ সংশ্লিষ্ট সমস্যা সমাধানের কাজে প্রধান নিয়ামকে পরিণত হতে পারে। ডিজিটাল প্রযুক্তি ইতোমধ্যেই প্রত্যক্ষ (স্বাস্থ্য ব্যবস্থায়, স্বাস্থ্যসেবায়, এবং স্বাস্থ্যের অবস্থা ও আচরণের স্ব-তদারকিতে এর প্রয়োগের মাধ্যমে) ও পরোক্ষভাবে (স্বাস্থ্যের সামাজিক, বাণিজ্যিক ও পরিবেশগত নির্ধারকগুলোর উপর এর প্রভাবের মাধ্যমে) স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের রূপান্তর ঘটিয়ে চলেছে। তাছাড়া, সুস্বাস্থ্য ও ভালো থাকা না থাকার উপর ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারা ও সে সম্পর্কে ধারণা থাকা যে প্রভাব রাখতে পারে তার কারণে, আমরা বিবেচনা করতে পারি যে ডিজিটাল ব্যবস্থা ক্রমশ স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হয়ে উঠছে।

সুস্বাস্থ্য ও ভালো থাকা নিশ্চিত করতে ডিজিটাল উপায়ে রূপান্তরিত সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা

ডিজিটাল রূপান্তর এখন জনস্বাস্থ্য ও সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা (ইউএইচসি) ধারণাগুলোকে নতুনভাবে বোঝার আহ্বান জানাচ্ছে, যা থেকে ধারণা করা যায় ডিজিটাল প্রযুক্তি কী মাত্রায় সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণের ধারণাকে বদলে দিচ্ছে এবং জনস্বাস্থ্যের লক্ষ্য অর্জনে নতুন নতুন হাতিয়ার নিয়ে আসছে। তবে, এর অর্থ এই নয় যে ডিজিটাল দুনিয়ায় সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা অর্জন কেবল স্বাস্থ্যসেবা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় দ্রুতগতিতে নতুন নতুন প্রযুক্তি গ্রহণের উপরই নির্ভর করবে।

বরং, ডিজিটাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় উদ্ভাবনের জন্য নীতিনির্ধারকদের এমন একটি লক্ষ্য-ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা গুরুত্বপূর্ণ, যার লক্ষ্য হলো ডিজিটাল স্বাস্থ্য প্রযুক্তির সুযোগ-সুবিধাকে ন্যায়সঙ্গতভাবে ছড়িয়ে দেওয়া, এগুলোর ব্যবহার অর্থনৈতিকভাবে সুলভ রাখা, এবং এগুলোর নিয়ন্ত্রণকে বিকেন্দ্রীকরণ ও গণতন্ত্রায়ন করা। তাছাড়া, ডিজিটাল রূপান্তরের আলোকে জনস্বাস্থ্য ও সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ে নতুন চিন্তা দানা বাধার অর্থ হলো যেসব স্বাস্থ্যসেবা বিদ্যমান স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় প্রদান করা হয় ও সরকারি অর্থায়নের সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্যাকেজে অন্তর্ভুক্ত সেগুলোর পরিধি পুনর্বিবেচনা করা, যাতে করে সুস্বাস্থ্য ও ভালো থাকার সেসব নতুন মাত্রার আরও ভালো প্রতিফলন ঘটানো যায় যেগুলো ডিজিটাল প্রযুক্তির উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল, এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থার নতুন নির্ধারক হিসাবে এদের ভূমিকাও উঠে আসে।

শিশু ও যুবাদেরকে উদ্যোগের কেন্দ্রে রাখা

স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যসেবার ডিজিটাল রূপান্তর থেকে সবাই যাতে উপকৃত হয় তা নিশ্চিত করার জন্য, ডিজিটাল স্বাস্থ্য বিষয়ে অগ্রাধিকারের মধ্যে জীবনের প্রথম দিকে সুস্বাস্থ্য ও

ভালো থাকার দৃঢ় ভিত্তি গড়ে তোলার দিকে নজর দেওয়া জরুরি। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য, যেসব স্বাস্থ্যসেবা সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার অংশ হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে সেগুলো যাতে নানা বয়স, জনগোষ্ঠী ও ডিজিটাল সাক্ষরতার স্তর থেকে আসা শিশু ও যুবাদের চাহিদা ও অগ্রাধিকারের প্রতিফলন ঘটায় তেমনভাবে মানানসই করে নিতে হবে। এই প্রচেষ্টায় শিশু ও যুবাদেরকে কেন্দ্রে রাখার জন্য বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে।

প্রথমত, একেবারে শৈশবেই স্বাস্থ্য ব্যবস্থার নির্ধারক হিসেবে ডিজিটাল প্রযুক্তির ভূমিকার প্রসঙ্গটি তুলে ধরা পরবর্তী জীবনে রোগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বোঝা কমাতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। দ্বিতীয়ত, শিশু ও যুবাদের সুস্বাস্থ্য ও ভালো থাকা না থাকা আদতে কোনো সমাজের সব মানুষের জন্য সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার অনুকূলে ডিজিটাল রূপান্তরকে কাজে লাগানোর জন্য সেই সমাজের সামর্থ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা হিসাবে কাজ করতে পারে। তৃতীয়ত, যদিও ডিজিটাল দুনিয়ায় বেড়ে ওঠার কোনো সর্বজনীন অভিজ্ঞতা নেই, সাধারণতভাবে শিশু ও যুবারা ডিজিটাল প্রযুক্তির সবচেয়ে বেশি ব্যবহারের মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠেছে। প্রকৃতপক্ষে, শিশু ও যুবারা একদিকে যেমন এগুলো থেকে উদ্ভুত সম্ভাব্য ক্ষতির সম্মুখীন হয়, অন্যদিকে তেমনি তারা ডিজিটাল স্বাস্থ্য বিষয়ক সমাধান তৈরিতে সহযাত্রী হিসাবে এবং অংশগ্রহণমূলক গবেষণা ও সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়ে আগামীর ইতিবাচক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অনন্য অবস্থানে রয়েছে।

আগামীর স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার জন্য একটি মূল্যবোধ-ভিত্তিক কাঠামো

স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যসেবার ডিজিটাল রূপান্তর যে বিশাল চ্যালেঞ্জ ও সুযোগ তৈরি করেছে তা বহু ক্ষেত্রে সুশাসনের একটি জোরালো আহ্বান তৈরি করেছে, যার মূল ভিত্তি হতে হবে গণতন্ত্র, ন্যায্যতা, সংহতি, অন্তর্ভুক্তি ও মানবাধিকারের সবার জন্য স্বাস্থ্য এই মূল্যবোধ।

ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সবার জন্য স্বাস্থ্য মূল্যবোধটিকে সমুন্নত রাখা গেলে তা নিশ্চিত করতে সাহায্য করবে যে ডিজিটাল প্রযুক্তি স্বাস্থ্য সুযোগ-সুবিধা নিয়ে আসবে, যার মধ্যে থাকবে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার ইতিবাচক রূপান্তর, স্বাস্থ্যসেবা ব্যবহারের সুযোগ ও মান বৃদ্ধি, এবং জনস্বাস্থ্য সংকটের আরও কার্যকর প্রতিরোধ ও ব্যবস্থাপনা। তবে, আগামীর স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার রূপ কেমন হবে তা নির্ধারণে এই মূল্যবোধকে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হলে, একে আরও জোরদার ও হালনাগাদ করতে হবে, যাতে ডিজিটাল রূপান্তরের ক্ষেত্রে এর সুনির্দিষ্ট প্রাসঙ্গিকতা ও পারস্পরিক আন্তঃসংযোগ প্রতিফলিত হয়।

টেকসই স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার জন্য চারটি কাজের ক্ষেত্র

স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যসেবায় ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবস্থাপনা অবশ্যই জনকল্যাণের আদর্শ দ্বারা চালিত হতে হবে, ব্যক্তিগত মুনাফার দ্বারা নয়। এর প্রাথমিক লক্ষ্য হবে ডিজিটাল রূপান্তর যেসব ক্ষমতার বৈষম্য বাড়ায় সেগুলোকে মোকাবেলা করা, ডিজিটাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উপর জনগণের আস্থা বৃদ্ধি করা, এবং ডিজিটাল প্রযুক্তি ও ডেটা যেসব সুযোগ তৈরি করেছে সেগুলোকে জনস্বাস্থ্য ও সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার অভিলক্ষ্যকে সামনে রেখে কাজে লাগানো নিশ্চিত করা। এসব লক্ষ্য অর্জনের জন্য, আমরা চারটি কাজের ক্ষেত্র প্রস্তাব করছি, যেগুলো ডিজিটাল দুনিয়ায় আগামীর স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কেমন হবে তা নির্ধারণে মুখ্য ভূমিকা রাখবে বলে আমরা মনে করি।

প্রথমত, আমাদের পরামর্শ হচ্ছে যে নীতিনির্ধারক, স্বাস্থ্য পেশাজীবী ও গবেষকেরা ডিজিটাল প্রযুক্তিকে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হিসাবে গণ্য করুন এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। দ্বিতীয়ত, আমরা এমন একটি ব্যবস্থাপনা কাঠামো তৈরির ওপর জোরারোপ করি যা রোগী ও ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীগুলোকে অধিকার প্রদান, স্বাস্থ্য ও ডিজিটাল অধিকার নিশ্চিতকরণ ও ডিজিটাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ক্ষমতাবান ক্রীড়নকদের নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ডিজিটাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রতি এক ধরনের আস্থা তৈরি করে। তৃতীয়ত, আমরা ডেটা সংহতির ধারণার উপর ভিত্তি করে স্বাস্থ্য ডেটা সংগ্রহ ও ব্যবহারের একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণের আহ্বান জানাই, যার লক্ষ্য হলো ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষা করার পাশাপাশি একই সাথে এসব ডেটার জনকল্যাণের সক্ষমতাকে প্রচার করা, এবং ডেটা ন্যায়বিচার ও ন্যায্যতার সংস্কৃতি গড়ে তোলা। পরিশেষে, আমরা নীতিনির্ধারকদের প্রতি আহ্বান জানাই, যারা স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ডিজিটাল রূপান্তর সম্ভব করে তুলছে তাদের উপর বিনিয়োগ করুন। এ কাজের জন্য প্রয়োজন ডিজিটাল স্বাস্থ্য কর্মকৌশলগুলোর উপর দেশীয় মালিকানা এবং বিনিয়োগের সুস্পষ্ট রোডম্যাপ যা ডিজিটাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় পরিপক্কতা আনয়নের বিভিন্ন স্তরে সবচেয়ে দরকারি প্রযুক্তিগুলোকে অগ্রাধিকার দিতে সহায়তা করে।

এই নিবন্ধটি *দ্য ল্যানসেট* ও ফিনান্সিয়াল টাইমস কমিশন-কর্তৃক প্রকাশিত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার ভবিষ্যৎ ২০৩০: ডিজিটাল দুনিয়ায় বেড়ে ওঠা-এর উপর ভিত্তি করে প্রণীত। মূল প্রতিবেদনটি *দ্য ল্যানসেট*-এ ২০২১ সালের ২৪ অক্টোবর প্রকাশিত হয় এবং তা অনলাইনে এই ঠিকানায় পাওয়া যাবে: https://www.thelancet.com/commissions/governing-health-futures-2030।